109

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 MAY 1997
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম ৭

রাষ্ট্রপতির আহ্বান শুনুন

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গত শুক্রবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আইইউবি-র প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, ছাত্র রাজনীতি, রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা, শিক্ষা ও ছাত্র জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে আবারও তাঁর মূল্যবান ও সুপরিচিত বক্তব্যের পুনরুক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, একজন ছাত্রের প্রধান সম্পদ হলো চরিত্র। নৈতিক চরিত্র ছাড়া ডিগ্রী মূল্যহীন। চরিত্রহীন ডিগ্রীধারীরা সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। মহামান্য রাষ্ট্রপতির এ কথাগুলো কত বড় সত্য তা আজ দেশবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। তারা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছে নৈতিক চরিত্র গঠনে চরম ব্যর্থতা আর অন্ধ ডিগ্রীমুখীতা আমাদের ছাত্রসমাজকে কি সর্বনাশের আবর্তে নিক্ষেপ করছে এবং চরিত্রহীন ডিগ্রীধারীরা গোটা দেশ ও জাতিকে অধঃপতনের কোন্ অতলে ঠেলে দিচ্ছে। চরিত্র গঠন ও বিদ্যার্জনের স্থান হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনগুলো স্বীয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সেগুলো রূপান্তরিত হয়েছে সন্ত্রাসী ও চরিত্রহীন ডিগ্রীধারী উৎপাদনের কারখানায়। রূপান্তরিত হয়েছে না বলে বলা উচিত রূপান্তরিত করা হয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনসমূহের এ রূপান্তর এবং ছাত্রদের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতার জন্য যে যে কারণ দায়ী তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর ও নেতৃত্বের ভূমিকা। রাজনৈতিক দলগুলো ও তাদের নেতৃত্ব দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোকে দলীয় রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত করেছে। দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ছাত্রদেরকে ছাত্রজীবনের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করছে। ক্ষমতার রাজনীতি ও দলীয় স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ছাত্রদের স্বার্থকে বলি দিচ্ছে। সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী সৃষ্টি করে তাদেরকে অর্থ যুগিয়ে, অস্ত্র যুগিয়ে, আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে সন্ত্রাস, সংঘর্ষ ও রক্তপাতের কেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে। যে ছাত্র রাজনীতি একদিন জাতিকে হতাশার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোকবর্তিকার মতো পথ দেখাত তা আজ দল ও দলীয় নেতৃত্বের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থান্ধতার কারণে জাতির জন্য হয়ে উঠেছে মহাভীতি ও শঙ্কার বস্তু। দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আজ ছাত্র নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একেকটি মিনি ক্যান্টনমেন্ট। নিরীহ ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা, অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পর্যন্ত, কোন না কোন দলের ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর হাতে জিম্মি। তারা বন্দুকযুদ্ধ করে, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন করে, ইচ্ছামত চরমপত্র দেয়, ধর্মঘটের নামে নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালায়, তালা ঝুলিয়ে বন্ধ করে রাখে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কক্ষগুলো। সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক মুরুব্বীরা, দলীয় নেতা-নেত্রীরা এজন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা প্রয়োজনবোধে কোন পদক্ষেপ নিলে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেন। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে দলীয় সন্ত্রাসীদের কার্যক্রমের পক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি দেন।

দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোকে দেশের স্বার্থে নয় দলীয় স্বার্থেই যে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে, ব্যবহার করা হচ্ছে, দলীয় স্বার্থেই যে সশস্ত্র ক্যাডার লালন করা হচ্ছে, আশ্রয়-প্রশ্রয় ও অর্থ যোগানো হচ্ছে এবং দলীয় স্বার্থেই যে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা বিনষ্ট করা হচ্ছে এসব দেশবাসী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। দেশবাসী বুঝতে পারছে এ অবস্থা যতদিন চলতে থাকবে ততদিন শিক্ষাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে না। নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করে ছাত্রসমাজকে উন্নত চরিত্র গঠন ও জ্ঞানার্জনের পবিত্র পথে চালিত করা যাবে না।

জনগণের এ উপলব্ধিই বারে বারে ধ্বনিত হচ্ছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে। বারে বারে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন তাদের কার্যক্রমে ছাত্রদের সম্পৃক্ত করা থেকে বিরত হবার জন্য। পরম দুঃখের বিষয় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের কানে রাষ্ট্রপতির আহ্বান প্রবেশ করছে না।

OF ___ SHEETS